W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 40/ WBHRC/SMC/2019

Date: 12. 03. 2019

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 11. 03. 2019, the news item is captioned ' জল-আলো নেই, হাওড়ায় করুণ হাল গণ-শৌচাগারের'.

District Magistrate, Howrah is directed to look into the matter and to furnish a report by 22nd April, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

12/03/2019

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

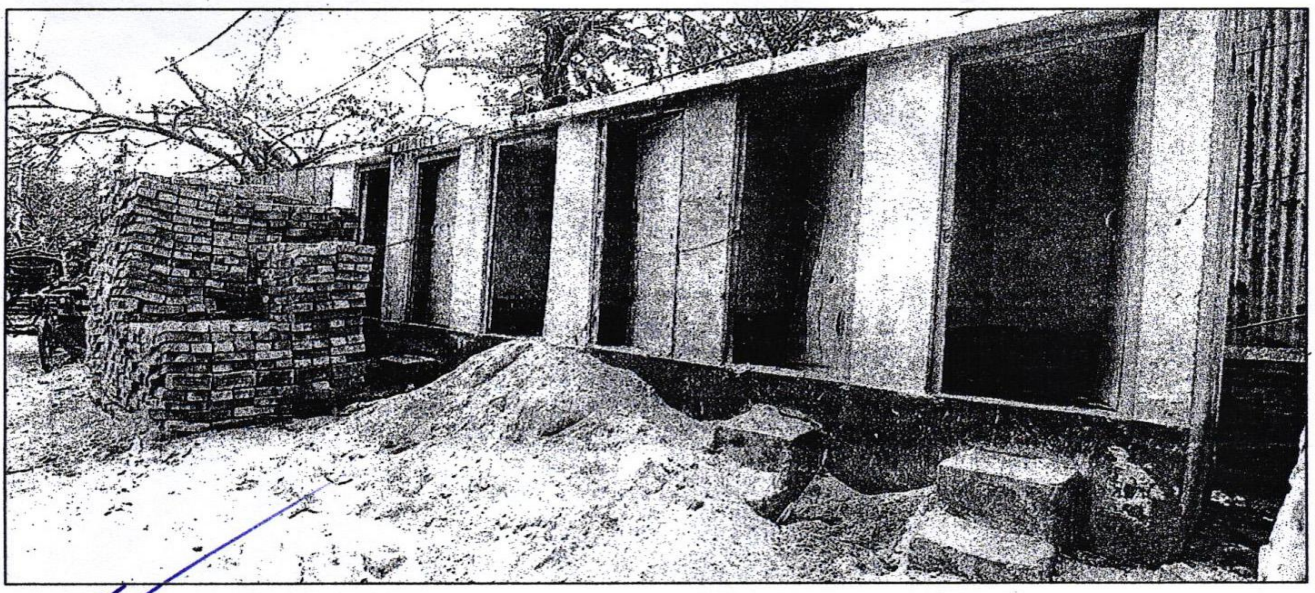

■ **বেহাল:** ব্যবহারের অযোগ্য গণ-শৌচাগার। হাওড়ার রোজমেরি লেনের কাছে। *নিজস্ব চিত্র*

জল-আলো নেই, হাওড়ায় করুণ হাল গণ-শৌচাগারের

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঘটা করে উদ্বোধন হলেও জল আর বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়নি। যার ফল, হাওড়া পুরসভার 'নির্মল বাংলা' প্রকল্পের টাকায় তৈরি হওয়া অধিকাংশ গণ-শৌচাগার গত দু'বছর ধরে ব্যবহার না হয়ে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শেষমেশ পুরসভার তরফে অবশ্য কিছু জায়গায় নলকূপ তৈরি করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। যদিও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে তারা কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি বলে অভিযোগ।

হাওড়া পুরসভা সূত্রের খবর, ২০১৭ সালে শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য নির্মল বাংলা প্রকল্পের টাকায় ১৬০টি শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া হয়। চওড়া বস্তি, পিলখানা, বেলগাছিয়া ভাগাড়, সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলির কয়েকটি জায়গায় তৈরি হয় সেগুলি। এক জায়গায় চার-পাঁচটি করে শৌচাগার তৈরি করা হয়েছিল, যাতে অনেকে একসঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু অভিযোগ, কয়েক কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হওয়া শৌচাগারগুলিতে না দেওয়া হয়েছিল পুরসভার জলের লাইন, না করা হয়েছিল জলের বিকল্প ব্যবস্থা। এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ায় রাতে আলোও থাকে না সেখানে। যার জন্য প্রথম দিকে কিছু শৌচাগার নিয়মিত ব্যবহার হলেও জল ও বিদ্যুতের অভাবে সেগুলি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

হাওড়া পুরসভার কমিশনার তথা সদ্য গঠিত প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন বিজিন কৃষ্ণ জানান, জলের ব্যবস্থা না করেই শৌচাগারগুলি তৈরি করা হয়েছিল। ফলে একে একে অধিকাংশই আর ব্যবহারযোগ্য থাকেনি। কিন্তু জলের ব্যবস্থা তো পুরসভারই করার কথা? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পুর কমিশনারের থেকে পাওয়া যায়নি।

বিজিন কৃষ্ণ বলেন, "নির্মল বাংলা প্রকল্পের টাকায় তৈরি হওয়া এই শৌচাগারগুলিতে আলোর ব্যবস্থা থাকে না। বাসিন্দারা নিজেরাই আলো লাগিয়ে নেন। তবে জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" তিনি জানান, শৌচাগারগুলি যাতে বাসিন্দারা ব্যবহার করেন, সে কারণে প্রতি জায়গায় একটি করে নলকূপ করে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাতে বাসিন্দারা সেখান থেকে পানীয় জলের পাশাপাশি শৌচাগারের জন্যও জল নিতে পারেন।"

পুর কমিশনারের কথায়, "ইতিমধ্যেই দরপত্র ডেকে কয়েকটি জায়গায় নলকূপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বাকিগুলিও পরপর হবে।"

দগ্ধ শিশুর অবস্থা সঙ্কটজনক

নিজস্ব সংবাদদাতা

বেলা ১১টা পর্যন্ত সে কোনওমতে কথা বলেছে। এর পরে বেলা যত গড়িয়েছে, মেয়ে ততই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে বলে জানাচ্ছে ছয় হাসপাতাল ঘুরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অগ্নিদগ্ধ শিশু দিয়া দাসের পরিবার। দিয়ার মেসো সুজিত দাসের কথায়, "সন্ধ্যার পর থেকে মেয়েটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। চিকিৎসকেরাও আশা দেখছেন না।"

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় গোবরডাঙা ইছাপুর এলাকার বাসিন্দা সাড়ে পাঁচ বছরের দিয়া অগ্নিদগ্ধ হয়। ওই রাতেই তাকে হাবড়া হাসপাতাল হয়ে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শনিবার তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলা হয়। এর পর থেকেই এনআরএস, এসএসকেএম, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, বি সি রায় শিশু হাসপাতাল এবং আর জি করের মধ্যে দিয়াকে নিয়ে ছুটে বেড়াতে হয় পরিবারকে। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ আর জি কর ভর্তি নেয় দিয়াকে। দিয়ার চিকিৎসক রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেন, "মেয়েটির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। শরীরের ৯৫ শতাংশই পুড়ে গিয়েছে। ফুসফুসেও প্রচুর ধোঁয়া ঢুকেছে।" হাসপাতালের তরফে এ দিন দাবি করা হয়, রোগীকে আইসিইউ-তে রেখে সব ধরনের চেষ্টা হচ্ছে। শিশুর বাবা রঞ্জিত দাস বলেন, "এই চেষ্টাটাই শনিবার সকালে কোনও হাসপাতাল কেন করল না?"

■ দিয়া দাস